أصول السنة لأحمد بن حنبل (أحمد بن حنبل)

القسم: العقيدة

الكتاب: أصول السنة

المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (ت 241هـ)

الناشر: دار المنار - الخرج - السعودية

الطبعة: الأولى، 1411هـ

عدد الصفحات: 63

[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

تاريخ النشر بالشاملة: 8 ذو الحجة 1431

আহমাদ ইবন হাম্বলের উসুলুস সুন্নাহ (আহমাদ ইবন হাম্বল)

বিভাগ: আকীদা

গ্রন্থ: উসুলুস সুন্নাহ

লেখক: আবু আবদুল্লাহ আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন হাম্বল ইবন হিলাল ইবন আসাদ আশ-শাইবানি (মৃত্যু ২৪১ হিজরি)

প্রকাশক: দারুল মানার - আল-খারজ - সৌদি আরব

সংস্করণ: প্রথম, ১৪১১ হিজরি

পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৬৩

[গ্রন্থের ক্রমিক সংখ্যা মুদ্রিত সংস্করণের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ]

শামেলায় প্রকাশের তারিখ: ৮ যুলহাজ্জ ১৪৩১

(ص: 1)أصول السنة لأحمد بن حنبل

أُصُول السّنة لإِمَام أهل السّنة أَحْمد بن حَنْبَل رحمه الله

حَدثنَا الشَّيْخ أَبُو عبد الله يحيى ابْن أبي الْحسن بن الْبَنَّا قَالَ أخبرنَا وَالِدي أَبُو عَليّ الْحسن بن عمر بن الْبَنَّا قَالَ أخبرنَا أَبُو الْحُسَيْن عَليّ بن مُحَمَّد بن عبد الله بن بَشرَان الْمعدل قَالَ أَنا عُثْمَان بن أَحْمد بن السماك قَالَ ثَنَا أَبُو مُحَمَّد الْحسن بن عبد الوهاب أَبُو النبر قِرَاءَة عَلَيْهِ من

সুন্নাহর মূলনীতিসমূহ: সুন্নাহর ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহমত করুন)-এর প্রণীত।

আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন শাইখ আবু আব্দুল্লাহ ইয়াহইয়া ইবন আবিল হাসান ইবন আল-বান্না। তিনি বলেছেন, আমাদের অবহিত করেছেন আমার পিতা আবু আলী আল-হাসান ইবন উমার ইবন আল-বান্না। তিনি বলেছেন, আমাদের অবহিত করেছেন আবুল হুসাইন আলী ইবন মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন বিশরান আল-মু'আদ্দিল। তিনি বলেছেন, উসমান ইবন আহমাদ ইবন আস-সাম্মাক আমাদের অবহিত করেছেন। তিনি বলেছেন, আবু মুহাম্মাদ আল-হাসান ইবন আব্দুল ওয়াহহাব আবুল নিবার-এর কাছে পাঠের মাধ্যমে আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন যে...

(ص: 14)أصول السنة لأحمد بن حنبل

كِتَابه فِي شهر ربيع الأول من سنة ثَلَاث وَتِسْعين وَمِائَتَيْنِ 293 هـ قَالَ ثَنَا أَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن سُلَيْمَان الْمنْقري الْبَصْرِيّ بتنيس قَالَ حَدثنِي عَبدُوس بن ملك الْعَطَّار قَالَ سَمِعت أَبَا عبد الله أَحْمد بن حَنْبَل رضي الله عنه يَقُول:

أُصُول السّنة عندنَا التَّمَسُّك بِمَا كَانَ عَلَيْهِ أَصْحَاب رَسُول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم

কিতাবটি হিজরি ২৯৩ সনের (২৯৩ হিজরি) রবিউল আউয়াল মাসে রচিত হয়েছিল। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, আমাদেরকে আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে সুলায়মান আল-মিনকারি আল-বাসরি তিন্নিসে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমাকে আব্দুস ইবনে মালিক আল-আত্তার বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি আবু আবদুল্লাহ আহমদ ইবনে হাম্বলকে (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) বলতে শুনেছি:

আমাদের মতে সুন্নাতের মূলনীতি হলো, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাহাবীগণ যা অবলম্বন করে ছিলেন, তা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা এবং তাঁদের অনুসরণ করা।

(ص: 15)أصول السنة لأحمد بن حنبل

وَترك الْبدع وكل بِدعَة فَهِيَ ضَلَالَة وَترك الْخُصُومَات فِي

এবং বিদআতসমূহ পরিহার করা; এবং প্রতিটি বিদআতই ভ্রষ্টতা। এবং বিষয়ে বিবাদ পরিহার করা।

(ص: 16)أصول السنة لأحمد بن حنبل

الدّين وَالسّنة تفسر الْقُرْآن وَهِي دَلَائِل الْقُرْآن وَلَيْسَ فِي السّنة قِيَاس وَلَا تضرب لَهَا الْأَمْثَال وَلَا تدْرك

ধর্ম ও সুন্নাহ কোরআনের ব্যাখ্যা প্রদান করে, এবং তা (সুন্নাহ) কোরআনের প্রমাণস্বরূপ। সুন্নাহতে কোনো কিয়াস (সাদৃশ্যমূলক যুক্তি) নেই, এর জন্য উপমা স্থাপন করা হয় না এবং তা বুদ্ধির দ্বারা অনুধাবন করা যায় না।

(ص: 17)أصول السنة لأحمد بن حنبل

بالعقول وَلَا الْأَهْوَاء إِنَّمَا هُوَ الإتباع وَترك الْهوى وَمن السّنة اللَّازِمَة الَّتِي من ترك مِنْهَا خصْلَة لم يقبلهَا ويؤمن بهَا لم يكن من أَهلهَا

1 - الْإِيمَان بِالْقدرِ خَيره وشره والتصديق بالأحاديث فِيهِ وَالْإِيمَان بهَا لَا يُقَال لم وَلَا كَيفَ إِنَّمَا

বুদ্ধি বা প্রবৃত্তির দ্বারা নয়, বরং এটি হলো অনুসরণ এবং প্রবৃত্তি পরিহার। আর সুন্নাহর (ঐতিহ্য/পথ) এমন আবশ্যিক বিষয়সমূহের মধ্যে যা থেকে কেউ যদি একটি বিষয়ও ত্যাগ করে, তা গ্রহণ না করে এবং তাতে বিশ্বাস স্থাপন না করে, তবে সে এর অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

১ - তাকদীরের (ঐশ্বরিক বিধান) ভালো-মন্দ উভয়টির প্রতি বিশ্বাস এবং এ সংক্রান্ত হাদীসসমূহের (নবীজির বাণী) সত্যায়ন করা ও সেগুলোতে বিশ্বাস স্থাপন করা। এতে 'কেন' বা 'কীভাবে' জিজ্ঞাসা করা যাবে না, বরং

(ص: 18)أصول السنة لأحمد بن حنبل

هُوَ التَّصْدِيق وَالْإِيمَان بهَا وَمن لم يعرف تَفْسِير الحَدِيث ويبلغه عقله فقد كفي ذَلِك وَأحكم لَهُ فَعَلَيهِ الْإِيمَان بِهِ وَالتَّسْلِيم مثل حَدِيث الصَّادِق المصدوق

এটি (এই বিষয়গুলো) সত্য বলে বিশ্বাস করা এবং সেগুলোর প্রতি ঈমান আনা। আর যে ব্যক্তি হাদীসের ব্যাখ্যা অবগত নয় এবং তার বুদ্ধি তা অনুধাবন করতে অক্ষম, তাকে এর দ্বারা যথেষ্ট করা হয়েছে এবং এটি তার জন্য সুদৃঢ় করা হয়েছে। সুতরাং তার উপর কর্তব্য হলো এর প্রতি ঈমান আনা এবং (পূর্ণ) আত্মসমর্পণ করা, যেমন 'আস-সাদিকুল মাসদুক' (সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত) এর হাদীস।

(ص: 19)أصول السنة لأحمد بن حنبل

وَمثل مَا كَانَ مثله فِي الْقدر وَمثل أَحَادِيث الرُّؤْيَة كلهَا وَإِن نبت عَن الأسماع واستوحش مِنْهَا المستمع وَإِنَّمَا عَلَيْهِ الْإِيمَان بهَا وَأَن

এবং এমন কিছুর মতো যা তাকদীরের (ঐশ্বরিক বিধানের) ক্ষেত্রে এর অনুরূপ ছিল, এবং রু'ইয়াত (আল্লাহর দর্শন) বিষয়ক সকল হাদীসের মতো, যদিও তা শ্রবণে অস্বস্তিকর মনে হয় এবং শ্রোতা তাতে বিচলিত বোধ করে। বস্তুত তার কর্তব্য হলো সেগুলোর প্রতি ঈমান আনা, এবং যে...

(ص: 20)أصول السنة لأحمد بن حنبل

لَا يرد مِنْهَا حرفا وَاحِدًا وَغَيرهَا من الْأَحَادِيث المأثورات عَن الثِّقَات وَأَن لَا يُخَاصم أحدا وَلَا يناظره وَلَا يتَعَلَّم الْجِدَال فَإِن الْكَلَام فِي الْقدر والرؤية وَالْقُرْآن وَغَيرهَا من السّنَن مَكْرُوه ومنهي عَنهُ لَا يكون

তিনি যেন এর একটি অক্ষরও, কিংবা নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণিত অন্যান্য হাদীসসমূহের কোনোটিও প্রত্যাখ্যান না করেন। আর তিনি যেন কারো সাথে বিবাদে না জড়ান, কারো সাথে তর্ক-বিতর্ক না করেন এবং বিতর্কবিদ্যা শিক্ষা না করেন। কেননা ভাগ্য (আল-কাদার), আল্লাহকে দেখা (আর-রুইয়াহ), কুরআন এবং সুন্নাহর অন্যান্য বিষয়াবলী সম্পর্কে আলোচনা মাকরুহ (অপছন্দনীয়) ও নিষিদ্ধ। এরূপ আলোচনা করা উচিত নয়।

(ص: 21)أصول السنة لأحمد بن حنبل

صَاحبه وَإِن أصَاب بِكَلَامِهِ السّنة من أهل السّنة حَتَّى يدع الْجِدَال ويؤمن بالآثار

তার সহচর; এমনকি যদি তার বক্তব্য আহলে সুন্নাহর (সুন্নাহ অনুসারীদের) সুন্নাহর সাথে সংগতিপূর্ণও হয়, যতক্ষণ না সে বিতর্ক পরিত্যাগ করে এবং আছার (ঐতিহ্যবাহী বর্ণনা) বিশ্বাস করে।

(ص: 22)أصول السنة لأحمد بن حنبل

---

2 - (وَالْقُرْآن كَلَام الله وَلَيْسَ بمخلوق)
وَلَا يصف وَلَا يَصح أَن يَقُول لَيْسَ بمخلوق قَالَ فَإِن كَلَام الله لَيْسَ ببائن مِنْهُ وَلَيْسَ مِنْهُ شَيْء مخلوقا وَإِيَّاك ومناظرة من أخذل فِيهِ وَمن قَالَ بِاللَّفْظِ وَغَيره وَمن وقف فِيهِ فَقَالَ لَا أَدْرِي مَخْلُوق أَو لَيْسَ بمخلوق وَإِنَّمَا هُوَ كَلَام الله فَهَذَا صَاحب بِدعَة مثل من قَالَ هُوَ مَخْلُوق وَإِنَّمَا هُوَ كَلَام الله لَيْسَ

২ - (এবং কুরআন আল্লাহর বাণী, তা সৃষ্ট নয়)
এবং (তাকে) বর্ণনা করবে না, এবং 'সৃষ্ট নয়' এই কথা বলাও সঠিক নয়। তিনি (ইমাম) বললেন: কারণ আল্লাহর বাণী তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, এবং তাঁর থেকে কোনো কিছুই সৃষ্ট নয়। সাবধান! যে ব্যক্তি (এই বিষয়ে) বিভ্রান্ত হয়েছে তার সাথে তর্ক-বিতর্ক করবে না। এবং যে ব্যক্তি 'আল-লাফয' (উচ্চারণ) ও অন্যান্য (অনর্থক বিষয়) নিয়ে কথা বলে, এবং যে ব্যক্তি এই বিষয়ে (সিদ্ধান্ত নিতে) থেমে যায় এবং বলে, 'আমি জানি না, এটি সৃষ্ট নাকি সৃষ্ট নয়, তবে এটি আল্লাহর বাণী' – তবে এই ব্যক্তি এমন বিদআতী (ধর্মীয় নবপ্রবর্তক) যেমন যে বলে 'এটি সৃষ্ট'। এবং (প্রকৃতপক্ষে) এটি আল্লাহর বাণী, সৃষ্ট নয়।

(ص: 23)أصول السنة لأحمد بن حنبل

بمخلوق

---

3 - وَالْإِيمَان بِالرُّؤْيَةِ يَوْم الْقِيَامَة كَمَا رُوِيَ عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم من الْأَحَادِيث الصِّحَاح

4 - وَأَن النَّبِي قد رأى ربه فَإِنَّهُ مأثور عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم صَحِيح رَوَاهُ قَتَادَة عَن عِكْرِمَة عَن ابْن

কোনো সৃষ্টবস্তুর দ্বারা

৩ - এবং কিয়ামতের দিন (আল্লাহকে) দেখার উপর বিশ্বাস যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সহীহ হাদীসসমূহে বর্ণিত হয়েছে

৪ - এবং এই যে নবী তাঁর রবকে দেখেছেন কারণ এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সহীহভাবে বর্ণিত হয়েছে। যা কাতাদাহ ইকরিমা থেকে, তিনি ইবনে (...) থেকে বর্ণনা করেছেন

عَبَّاس وَرَوَاهُ الحكم بن إبان عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس وَرَوَاهُ عَليّ بن زيد عَن يُوسُف بن مهْرَان عَن ابْن عَبَّاس والْحَدِيث عندنَا على ظَاهره كَمَا جَاءَ عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَالْكَلَام فِيهِ بِدعَة وَلَكِن نؤمن بِهِ كَمَا جَاءَ على ظَاهره وَلَا نناظر فِيهِ أحدا

আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। আর এটি হাকাম ইবনে আবান, ইকরিমা থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। এটি আরও বর্ণনা করেছেন আলী ইবনে যায়দ, ইউসুফ ইবনে মেহরান থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে। আর আমাদের মতে, হাদীসটিকে তার বাহ্যিক অর্থের উপরই গ্রহণ করা হবে, যেমনটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে

এসেছে। এ বিষয়ে (অতিরিক্ত) আলোচনা বা ব্যাখ্যা করা বিদআত। তবে আমরা তাতে বিশ্বাস করি যেমনটি এসেছে, তার বাহ্যিক অর্থের উপরই। এবং আমরা এ বিষয়ে কারো সাথে বিতর্কে লিপ্ত হই না।

(ص: 25)أصول السنة لأحمد بن حنبل

5 - وَالْإِيمَان بالميزان يَوْم

৫ - এবং মিজানের প্রতি ঈমান দিবস

(ص: 26)أصول السنة لأحمد بن حنبل

الْقِيَامَة كَمَا جَاءَ (يُوزن العَبْد يَوْم الْقِيَامَة فَلَا يزن جنَاح بعوضة)

কিয়ামত দিবস, যেমন বর্ণিত হয়েছে: 'কিয়ামত দিবসে বান্দাকে ওজন করা হবে, কিন্তু তার ওজন একটি মশার ডানার সমানও হবে না'।

(ص: 27)أصول السنة لأحمد بن حنبل

ويوزن أَعمال الْعباد كَمَا جَاءَ فِي الْأَثر وَالْإِيمَان بِهِ والتصديق بِهِ والإعراض عَن من رد

বান্দাদের কর্মসমূহ ওজন করা হবে, যেমনটি বর্ণনায় এসেছে। এবং এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা, এর সত্যতা স্বীকার করা এবং যে ব্যক্তি তা প্রত্যাখ্যান করে, তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া (আবশ্যক)।

ذَلِك وَترك مجادلته

6 - وَأَن الله تَعَالَى يكلمهُ الْعباد يَوْم الْقِيَامَة لَيْسَ بَينهم وَبَينه ترجمان والتصديق بِهِ

তা এবং তার সাথে বিতর্ক পরিহার করা।

৬ - এবং এই যে, আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন বান্দাদের সাথে কথা বলবেন, তাদের ও তাঁর মাঝে কোনো দোভাষী থাকবে না। এবং তাতে বিশ্বাস স্থাপন করা।

7 - وَالْإِيمَان بالحوض وَأَن لرَسُول الله حوضا يَوْم الْقِيَامَة يرد عَلَيْهِ أمته عرضه مثل طوله مسيرَة شهر آنيته كعدد نُجُوم السَّمَاء على مَا صحت بِهِ الْأَخْبَار من غير وَجه

৭ - হাউযের প্রতি ঈমান এবং এই যে, কিয়ামত দিবসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি হাউয থাকবে। তাঁর উম্মত সেখানে সমবেত হবে। এর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ সমান হবে, যা এক মাসের পথ পরিমাণ। এর পানপাত্রসমূহ আকাশের তারকারাজির সংখ্যার ন্যায় হবে। এ সকল বিষয় বহু সূত্রে বর্ণিত সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

8 - الْإِيمَان بِعَذَاب الْقَبْر

9 - وَأَن هَذِه الْأمة تفتن فِي قبورها وتسأل عَن الْإِيمَان وَالْإِسْلَام

৮ - কবরের শাস্তির উপর বিশ্বাস

৯ - এবং এই উম্মত তাদের কবরসমূহে পরীক্ষিত হবে এবং তাদের ঈমান ও ইসলাম সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে

(ص: 31)أصول السنة لأحمد بن حنبل

وَمن ربه وَمن نبيه ويأتيه مُنكر وَنَكِير كَيفَ شَاءَ وَكَيف أَرَادَ وَالْإِيمَان بِهِ والتصديق بِهِ

এবং তার প্রতিপালক কে এবং তার নবী কে (এই মর্মে তাকে প্রশ্ন করা হবে)। আর তার নিকট মুনকার ও নাকির (ফেরেশতাদ্বয়) আগমন করবেন, যেভাবে তিনি (আল্লাহ) চান এবং যেভাবে তিনি ইচ্ছা করেন। আর এর প্রতি ঈমান আনা এবং এর সত্যায়ন করা।

(ص: 32)أصول السنة لأحمد بن حنبل

10 - وَالْإِيمَان بشفاعة النَّبِي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجُون من النَّار بَعْدَمَا احترقوا وصاروا فحما فَيُؤْمَر بهم إِلَى نهر على بَاب الْجنَّة كَمَا جَاءَ الْأَثر كَيفَ شَاءَ وكما شَاءَ إِنَّمَا هُوَ الْإِيمَان بِهِ والتصديق بِهِ

10 - এবং নবীর (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন) সুপারিশে বিশ্বাস এবং এমন একদল লোকের প্রতি (বিশ্বাস), যারা পুড়ে কয়লা হয়ে যাওয়ার পর জাহান্নাম থেকে বের হবে। অতঃপর তাদের জান্নাতের দরজার কাছে একটি নদীর দিকে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হবে, যেমনটি বর্ণনা এসেছে, তাঁর ইচ্ছানুযায়ী। বস্তুত, এটি কেবল তাঁর প্রতি বিশ্বাস এবং তাঁকে সত্য বলে গ্রহণ করা।

(ص: 33)أصول السنة لأحمد بن حنبل

11 - وَالْإِيمَان أَن الْمَسِيح الدَّجَّال خَارج مَكْتُوب بَين عَيْنَيْهِ كَافِر وَالْأَحَادِيث الَّتِي جَاءَت فِيهِ وَالْإِيمَان بِأَن ذَلِك كَائِن

১১ - এবং এই বিশ্বাস যে, মাসিহ দাজ্জাল আবির্ভূত হবে, যার দুই চোখের মাঝখানে 'অবিশ্বাসী' (কাফির) লেখা থাকবে। এবং তার সম্পর্কে বর্ণিত হাদিসসমূহ, এবং এই বিশ্বাস যে, তা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে।

(ص: 34)أصول السنة لأحمد بن حنبل

12 - وَأَن عِيسَى ابْن مَرْيَم عليه السلام ينزل فيقتله بِبَاب لد

13 - وَالْإِيمَان قَول وَعمل يزِيد وَينْقص كَمَا جَاءَ فِي الْخَبَر (أكمل الْمُؤمنِينَ إِيمَانًا أحسنهم

12 - এবং নিশ্চয় ঈসা ইবনে মারিয়াম (আ.) অবতীর্ণ হবেন, অতঃপর লুদ্দ নামক দ্বারে তাকে (দাজ্জালকে) হত্যা করবেন

13 - এবং ঈমান হলো উক্তি ও কর্ম, যা বৃদ্ধি পায় ও হ্রাস পায়, যেমনটি হাদীসে এসেছে: (ঈমানে পূর্ণতম মুমিন তারাই, যারা চরিত্রে সর্বোত্তম

(ص: 35)أصول السنة لأحمد بن حنبل

خلقا) (وَمن ترك الصَّلَاة فقد كفر) (وَلَيْسَ من الْأَعْمَال شَيْء تَركه كفر إِلَّا الصَّلَاة) من تَركهَا فَهُوَ كَافِر وَقد أحل الله قَتله

14 - وَخير هَذِه الْأمة بعد نبيها

(আচরণগতভাবে) (আর যে সালাত (নামায) ত্যাগ করল, সে নিশ্চয় কুফরি করল) (এবং কর্মসমূহের মধ্যে সালাত (নামায) ব্যতীত অন্য কোনো কিছুর বর্জন কুফরি নয়)। যে তা (সালাত) ত্যাগ করে, সে কাফির (অবিশ্বাসী)। আর আল্লাহ তার হত্যাকে বৈধ করেছেন।

14 - এবং তাঁর নবীর (সা.) পর এই উম্মাহর (জাতির) শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি

(ص: 36)أصول السنة لأحمد بن حنبل

أَبُو بكر الصّديق ثمَّ عمر بن الْخطاب ثمَّ عُثْمَان بن عَفَّان نقدم هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَة كَمَا قدمهم أَصْحَاب رَسُول الله صلى الله عليه وسلم لم يَخْتَلِفُوا فِي ذَلِك

আবু বকর আস-সিদ্দিক, অতঃপর উমর ইবনুল খাত্তাব, অতঃপর উসমান ইবন আফফান। আমরা এই তিনজনকে অগ্রাধিকার দিই, যেভাবে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাহাবীগণ তাঁদের অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। এ বিষয়ে তাঁদের কোনো মতপার্থক্য ছিল না।

(ص: 37)أصول السنة لأحمد بن حنبل

ثمَّ بعد هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَة أَصْحَاب الشورى الْخَمْسَة عَليّ بن أبي طَالب وَالزُّبَيْر وعبد الرحمن بن عَوْف وَسعد وَطَلْحَة كلهم للخلافة وَكلهمْ إِمَام وَنَذْهَب فِي ذَلِك إِلَى حَدِيث ابْن عمر (كُنَّا نعد وَرَسُول الله صلى الله عليه وسلم حَيّ وَأَصْحَابه

অতঃপর এই তিনজনের পর শূরা (পরামর্শ পরিষদ)-এর পাঁচজন সদস্য – আলী ইবনে আবি তালিব, যুবাইর, আব্দুর রহমান ইবনে আউফ, সা'দ এবং তালহা – তাঁদের সকলেই খেলাফতের যোগ্য ছিলেন এবং তাঁদের সকলেই ইমাম। এই বিষয়ে আমরা ইবনে উমরের হাদীসের উপর নির্ভর করি (যাতে বর্ণিত আছে): 'আমরা হিসাব করতাম (বা গণ্য করতাম), যখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবিত ছিলেন এবং তাঁর সাহাবীগণ...

(ص: 38)أصول السنة لأحمد بن حنبل

متوافرون أَبُو بكر ثمَّ عمر ثمَّ عُثْمَان ثمَّ نسكت ثمَّ من بعد أَصْحَاب الشورى أهل بدر من الْمُهَاجِرين ثمَّ أهل بدر من الْأَنْصَار من أَصْحَاب رَسُول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الْهِجْرَة والسابقة أَولا فأولا)

পর্যায়ক্রমে তাঁরা হলেন: আবু বকর, অতঃপর উমর, অতঃপর উসমান। এরপর আমরা (ব্যক্তিগত নাম উল্লেখ থেকে) বিরত থাকব। অতঃপর শুরা (পরামর্শ পরিষদ)-এর সদস্য সাহাবীগণ, এরপর মুহাজিরদের মধ্য থেকে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীগণ, অতঃপর আনসারদের মধ্য থেকে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীগণ—এঁরা সকলে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাহাবীগণের অন্তর্ভুক্ত। তাঁদের মর্যাদা হিজরত এবং অগ্রগামিতার (ইসলাম গ্রহণে পূর্ববর্তিতার) তারতম্য অনুসারে নির্ধারিত, অর্থাৎ প্রথম জনই প্রথম (গুরুত্বপূর্ণ)।

(ص: 39)أصول السنة لأحمد بن حنبل

ثمَّ أفضل النَّاس بعد هَؤُلَاءِ أَصْحَاب رَسُول الله صلى الله عليه وسلم الْقرن

অতঃপর, এদের পর শ্রেষ্ঠ মানুষ হলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাহাবিগণ, সেই প্রজন্ম।

(ص: 40)أصول السنة لأحمد بن حنبل

الَّذِي بعث فيهم كل من صَحبه سنة أَو شهرا أَو يَوْمًا أَو سَاعَة وَرَآهُ فَهُوَ من أَصْحَابه لَهُ الصُّحْبَة

যিনি তাদের মাঝে প্রেরিত হয়েছিলেন, তাঁর সাথে যে ব্যক্তি এক বছর, বা এক মাস, বা এক দিন, অথবা এক মুহূর্তের জন্য সাহচর্য লাভ করেছে এবং তাঁকে দেখেছে, সে তাঁর সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত। তার জন্য সাহাবীত্বের মর্যাদা রয়েছে।

(ص: 41)أصول السنة لأحمد بن حنبل

على قدر مَا صَحبه وَكَانَت سابقته مَعَه وَسمع مِنْهُ وَنظر إِلَيْهِ نظر فأدناهم صُحْبَة أفضل من الْقرن الَّذِي لم يروه وَلَو لقوا الله بِجَمِيعِ الْأَعْمَال كَانَ هَؤُلَاءِ الَّذين صحبوا النَّبِي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا مِنْهُ أفضل لصحبتهم من التَّابِعين وَلَو عمِلُوا كل أَعمال الْخَيْر

সাহচর্য লাভের মাত্রা, তার সাথে তার পূর্ববর্তিতা, তার থেকে শ্রুত বিষয় এবং তাকে দর্শন — এসবের উপর ভিত্তি করে (মর্যাদা নির্ধারিত হয়)। সুতরাং, তাদের মধ্যে যাদের সাহচর্য সর্বনিম্ন ছিল, তারাও সেই প্রজন্মের চেয়ে শ্রেষ্ঠ যারা তাঁকে দেখেননি, এমনকি যদি তারা সমস্ত পুণ্যকর্ম সহকারে আল্লাহর সামনে উপস্থিত হয়। যারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহচর্য গ্রহণ করেছেন, তাঁকে দেখেছেন এবং তাঁর থেকে শুনেছেন, তাঁরা তাঁদের সাহচর্য (সুহবত)-এর কারণে তাবেঈনদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, যদিও তাবেঈনরা সমস্ত সৎকর্ম সম্পাদন করে।

(ص: 42)أصول السنة لأحمد بن حنبل

15 - والسمع وَالطَّاعَة للأئمة وأمير الْمُؤمنِينَ الْبر والفاجر وَمن ولي الْخلَافَة وَاجْتمعَ النَّاس عَلَيْهِ وَرَضوا بِهِ وَمن عَلَيْهِم بِالسَّيْفِ حَتَّى صَار خَليفَة وَسمي أَمِير الْمُؤمنِينَ

15 - ইমামগণ ও আমীরুল মু'মিনীন-এর প্রতি শ্রবণ ও আনুগত্যধার্মিক বা পাপিষ্ঠ নির্বিশেষে ইমামগণ এবং আমীরুল মু'মিনীন-এর প্রতি; এবং যে ব্যক্তি খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করে

ও জনগণ যার উপর ঐক্যবদ্ধ হয় এবং তাকে মেনে নেয়; আর যে ব্যক্তি তরবারীর জোরে তাদের উপর ক্ষমতা স্থাপন করে যতক্ষণ না সে খলিফা হয় এবং আমীরুল মু'মিনীন নামে পরিচিত হয়, তাদের সকলের প্রতিই এই শ্রবণ ও আনুগত্য আবশ্যক।

(ص: 43)أصول السنة لأحمد بن حنبل

---

16 - والغزو مَاض مَعَ الإِمَام إِلَى يَوْم الْقِيَامَة الْبر والفاجر لَا يتْرك

17 - وَقِسْمَة الْفَيْء وَإِقَامَة الْحُدُود إِلَى الْأَئِمَّة مَاض لَيْسَ لأحد أَن يطعن عَلَيْهِم وَلَا ينازعهم

১৬ - এবং ইমামের সাথে যুদ্ধাভিযান কিয়ামত দিবস পর্যন্ত চলমান থাকবে, (ইমাম) সৎ হোন বা পাপিষ্ঠ, তা পরিত্যাগ করা যাবে না।

১৭ - এবং বিনা যুদ্ধে অর্জিত সম্পদ বণ্টন ও ইসলামী দণ্ডবিধি প্রতিষ্ঠা করা ইমামদের দায়িত্ব। এটি বৈধ ও কার্যকর। কারো জন্য তাদের প্রতি আপত্তি উত্থাপন করা বা তাদের সাথে বিরোধ করা উচিত নয়।

(ص: 44)أصول السنة لأحمد بن حنبل

---

18 - وَدفع الصَّدقَات إِلَيْهِم جَائِزَة نَافِذَة من دَفعهَا إِلَيْهِم أَجْزَأت عَنهُ برا كَانَ أَو فَاجِرًا

19 - وَصَلَاة الْجُمُعَة خَلفه وَخلف من ولاه جَائِزَة بَاقِيَة تَامَّة رَكْعَتَيْنِ من أعادهما فَهُوَ مُبْتَدع

১৮ - এবং তাদের কাছে সদকা প্রদান বৈধ ও কার্যকর। যে ব্যক্তি তাদের কাছে তা প্রদান করবে, সে সৎ হোক বা অসৎ হোক, তা তার পক্ষ থেকে যথেষ্ট হবে।

---

১৯ - তার পিছনে এবং তার দ্বারা নিযুক্ত ব্যক্তির পিছনে জুমার নামাজ বৈধ, স্থায়ী ও পূর্ণাঙ্গ। (এটি) দু'রাকাত। যে ব্যক্তি তা পুনরায় আদায় করে, সে বিদ'আতী।

(ص: 45)أصول السنة لأحمد بن حنبل

تَارِك للآثار مُخَالف للسّنة لَيْسَ لَهُ من فضل الْجُمُعَة شَيْء إِذا لم ير الصَّلَاة خلف الْأَئِمَّة من كَانُوا برهم وفاجرهم فَالسنة بِأَن يُصَلِّي مَعَهم رَكْعَتَيْنِ وَتَدين بِأَنَّهَا تَامَّة لَا يكن فِي صدرك من ذَلِك شَيْء

20 - وَمن خرج على إِمَام من أَئِمَّة الْمُسلمين وَقد كَانُوا اجْتَمعُوا

যে ব্যক্তি আছার (পূর্ববর্তী আলেমদের বর্ণনা) পরিত্যাগকারী এবং সুন্নাহর বিরোধী, তার জন্য জুমু'আর ফজিলত থেকে কিছুই নেই, যদি সে ইমামদের পেছনে সালাত আদায় করাকে সঠিক না মনে করে, তারা নেককার হোক বা পাপিষ্ঠই হোক না কেন। অতএব, সুন্নাহ হলো তাদের সাথে দুই রাকাত সালাত আদায় করা এবং বিশ্বাস স্থাপন করা যে, তা পূর্ণাঙ্গ। তোমার অন্তরে এ বিষয়ে কোনো দ্বিধা থাকা উচিত নয়।

২০ - এবং যে ব্যক্তি মুসলিম ইমামদের (নেতাদের) কারো বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, অথচ তারা ঐক্যবদ্ধ ছিল।

(ص: 46)أصول السنة لأحمد بن حنبل

عَلَيْهِ وأقروا بالخلافة بِأَيّ وَجه كَانَ بِالرِّضَا أَو الْغَلَبَة فقد شقّ هَذَا الْخَارِج عَصا الْمُسلمين وَخَالف الْآثَار عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَإِن مَاتَ الْخَارِج عَلَيْهِ مَاتَ ميتَة جَاهِلِيَّة

21 - وَلَا يحل قتال السُّلْطَان وَلَا الْخُرُوج عَلَيْهِ لأحد من النَّاس فَمن فعل ذَلِك فَهُوَ مُبْتَدع على غير السّنة

তাঁর (শাসকের) বিরুদ্ধে। আর যদি জনগণ যেকোনো উপায়েই হোক না কেন, তা সম্মতিতেই হোক বা জবরদস্তির মাধ্যমেই হোক, খিলাফতকে (শাসনকে) স্বীকার করে নেয়, তবে এই বিদ্রোহী মুসলমানদের ঐক্য ভঙ্গ করেছে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত আছারসমূহের (ঐতিহ্য/বর্ণনা) বিরোধিতা করেছে। অতঃপর যদি এই বিদ্রোহী মৃত্যুবরণ করে, তবে সে জাহিলিয়াতের (ইসলাম-পূর্ব অজ্ঞতার) মৃত্যু বরণ করল।

21 - সুলতান (শাসক)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা এবং তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা কোনো মানুষের জন্যেই জায়েজ নয়।সুতরাং, যে ব্যক্তি এরূপ করবে, সে বিদআতী (ধর্মীয় উদ্ভাবক) এবং সুন্নাহ পরিপন্থী।

(ص: 47)أصول السنة لأحمد بن حنبل

وَالطَّرِيق

22 - وقتال اللُّصُوص والخوارج جَائِز إِذا عرضوا للرجل فِي نَفسه

এবং পথ

২২ - চোর ও খাওয়ারিজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বৈধ যখন তারা কোনো ব্যক্তির নিজ সত্তার উপর আক্রমণ করে।

(ص: 48)أصول السنة لأحمد بن حنبل

وَمَاله فَلهُ أَن يُقَاتل عَن نَفسه وَمَاله وَيدْفَع عَنْهَا بِكُل مَا يقدر وَلَيْسَ لَهُ إِذا فارقوه أَو تَرَكُوهُ أَن يطلبهم وَلَا يتبع آثَارهم لَيْسَ لأحد إِلَّا الإِمَام أَو وُلَاة الْمُسلمين إِنَّمَا لَهُ أَن يدْفع عَن نَفسه فِي مقَامه ذَلِك وَيَنْوِي

এবং তার সম্পদের ক্ষেত্রে, সে তার নিজের এবং তার সম্পদের সুরক্ষায় যুদ্ধ করতে পারে এবং তার সাধ্যমতো সবকিছু দিয়ে তা প্রতিহত করতে পারে। কিন্তু যদি তারা (আক্রমণকারীরা) তাকে ত্যাগ করে বা চলে যায়, তবে তাদের ধাওয়া করা বা তাদের পদচিহ্ন অনুসরণ করা তার জন্য বৈধ নয়। ইমাম অথবা মুসলিম শাসকগণ ব্যতীত অন্য কারো জন্য (তাদের ধাওয়া করার) এই অধিকার নেই। তার জন্য কেবল সেই স্থানে নিজেকে রক্ষা করা এবং (রক্ষার) নিয়ত করা।

(ص: 49)أصول السنة لأحمد بن حنبل

بِجهْدِهِ أَن لَا يقتل أحدا فَإِن مَاتَ على يَدَيْهِ فِي دَفعه عَن نَفسه فِي المعركة فأبعد الله الْمَقْتُول وَإِن قتل هَذَا فِي تِلْكَ الْحَال وَهُوَ يدْفع عَن نَفسه وَمَاله رَجَوْت لَهُ الشَّهَادَة كَمَا جَاءَ فِي الْأَحَادِيث وَجَمِيع الْآثَار فِي هَذَا إِنَّمَا أَمر بقتاله وَلم يُؤمر بقتْله وَلَا اتِّبَاعه وَلَا يُجِيز

তার সাধ্যমতো যেন কাউকে হত্যা না করে। অতঃপর যদি যুদ্ধক্ষেত্রে তার আত্মরক্ষার চেষ্টাকালে কারো মৃত্যু তার হাতে হয়, তবে আল্লাহ সেই নিহত ব্যক্তিকে (রহমত থেকে) দূরে রাখুন। আর যদি এই ব্যক্তি ঐ অবস্থায় নিহত হয় যখন সে তার জীবন ও সম্পদ রক্ষা করছিল, তবে আমি তার জন্য শাহাদাতের (শহীদ হওয়ার) আশা করি, যেমনটি হাদীসসমূহে এসেছে। এবং এ বিষয়ে সকল বর্ণনা (আসার) অনুযায়ী, তাকে শুধু তার (আক্রমণকারীর) সাথে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, তাকে হত্যা করার বা তার পিছু নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়নি। এবং (এর অতিরিক্ত কিছু) অনুমোদন করে না।

عَلَيْهِ إِن صرع أَو كَانَ جريحا وَإِن أَخذه أَسِيرًا فَلَيْسَ لَهُ أَن يقْتله وَلَا يُقيم عَلَيْهِ الْحَد وَلَكِن يرفع أمره إِلَى من ولاه الله فَحكم فِيهِ

23 - وَلَا نشْهد على أهل الْقبْلَة بِعَمَل يعمله بجنة وَلَا نَار نرجو للصالح ونخاف عَلَيْهِ ونخاف على الْمُسِيء المذنب وَنَرْجُو لَهُ رَحْمَة الله

যদি সে (শত্রু) ভূপাতিত হয় বা আহত থাকে, অথবা তাকে বন্দী হিসেবে গ্রহণ করা হয়, তবে তাকে হত্যা করা জায়েজ নয় এবং তার ওপর কোনো নির্দিষ্ট শাস্তি (হদ্দ) কার্যকর করা যাবে না। বরং তার বিষয়টি এমন ব্যক্তির কাছে পেশ করতে হবে যাকে আল্লাহ ক্ষমতা অর্পণ করেছেন, যাতে তিনি এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

২৩ - আর আমরা কিবলা অনুসারীদের (মুসলমানদের) কোনো কাজের ভিত্তিতে জান্নাত বা জাহান্নামের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেই না। আমরা নেককার ব্যক্তির জন্য কল্যাণ কামনা করি এবং তার (অবস্থার) ব্যাপারে ভীত থাকি। আর আমরা পাপিষ্ঠ ও অপরাধী ব্যক্তির ব্যাপারে ভীত থাকি এবং তার জন্য আল্লাহর রহমত কামনা করি।

24 - وَمن لَقِي الله بذنب يجب لَهُ النَّار تَائِبًا غير مصر عَلَيْهِ فَإِن الله يَتُوب عَلَيْهِ وَيقبل التَّوْبَة عَن عباده وَيَعْفُو عَن السَّيِّئَات

25 - من لقِيه وَقد أقيم عَلَيْهِ حد ذَلِك الذَّنب فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَته كَمَا جَاءَ فِي الْخَبَر عَن رَسُول الله

২৪ - এবং যে ব্যক্তি এমন পাপসহ আল্লাহর সামনে উপস্থিত হয়, যার কারণে তার জন্য জাহান্নাম অনিবার্য ছিল, এমতাবস্থায় যে সে তওবাকারী ছিল এবং সেই পাপের উপর অটল ছিল

না, তাহলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন। এবং তিনি তাঁর বান্দাদের তওবা কবুল করেন এবং মন্দ কাজগুলো ক্ষমা করে দেন।

২৫ - যে ব্যক্তি আল্লাহর সামনে উপস্থিত হয় এমতাবস্থায় যে, সেই পাপের জন্য তার উপর দুনিয়াতে শাস্তি কার্যকর করা হয়েছে, তাহলে সেটি তার জন্য প্রায়শ্চিত্ত। যেমনটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে।

(ص: 52)أصول السنة لأحمد بن حنبل

صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

26 - وَمن لقِيه مصرا غير تائب من الذُّنُوب الَّتِي اسْتوْجبَ بهَا الْعقُوبَة فَأَمره إِلَى الله إِن شَاءَ عذبه وَإِن شَاءَ غفر لَهُ

আল্লাহর শান্তি ও রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক।

২৬ - আর যে ব্যক্তি তাঁর (আল্লাহর) সাথে এমন অবস্থায় মিলিত হবে যে, সে সেই সকল পাপে অবিচল ছিল যার দ্বারা সে শাস্তিযোগ্য হয়েছিল এবং সে তাওবা করেনি, তবে তার বিষয়টি আল্লাহর হাতে। যদি তিনি চান, তাকে শাস্তি দেবেন এবং যদি তিনি চান, তাকে ক্ষমা করে দেবেন।

(ص: 53)أصول السنة لأحمد بن حنبل

---

27 - وَمن لقِيه من كَافِر عذبه وَلم يغْفر لَهُ

28 - وَالرَّجم حق على من زنا وَقد أحصن إِذا اعْترف أَو قَامَت عَلَيْهِ بَينته وَقد رجم رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَالْأَئِمَّة

২৭ - এবং যে ব্যক্তি কাফির অবস্থায় তাঁর (আল্লাহর) সাথে মিলিত হবে, তিনি তাকে শাস্তি দেবেন এবং ক্ষমা করবেন না।

২৮ - এবং রজম (পাথর নিক্ষেপে মৃত্যুদণ্ড) কার্যকর করা আবশ্যক ঐ ব্যক্তির উপর যে ব্যভিচার করেছে এবং সে বিবাহিত ছিল, যদি সে স্বীকার করে অথবা তার বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়। এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং ইমামগণ রজম করেছেন।

(ص: 54)أصول السنة لأحمد بن حنبل

الراشدون

29 - وَمن انْتقصَ أحدا من أَصْحَاب رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أَو بغضه بِحَدَث مِنْهُ أَو ذكر مساويه كَانَ مبتدعا حَتَّى يترحم عَلَيْهِم جَمِيعًا وَيكون قلبه لَهُم سليما

সঠিক পথপ্রদর্শকগণ

29 - এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাসূল (আল্লাহ্ তাঁর উপর শান্তি ও কল্যাণ বর্ষণ করুন)-এর সাহাবিগণের কারো নিন্দা করে অথবা তাদের (সাহাবিদের) পক্ষ থেকে ঘটা কোনো ঘটনার কারণে তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে অথবা তাদের দোষ-ত্রুটি আলোচনা করে, সে বিদআতী (ধর্মীয় বিষয়ে নবপ্রবর্তনকারী) বলে বিবেচিত হবে; যতক্ষণ না সে তাদের সকলের প্রতি ক্ষমা ও দয়ার প্রার্থনা করে এবং তার হৃদয় তাদের জন্য নির্দোষ ও কলুষতামুক্ত হয়।

(ص: 55)أصول السنة لأحمد بن حنبل

30 - والنفاق هُوَ الْكفْر أَن يكفر بِاللَّه ويعبد غَيره وَيظْهر الْإِسْلَام فِي الْعَلَانِيَة مثل الْمُنَافِقين الَّذين كَانُوا على عهد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

৩০ - আর মুনাফিকি হলো কুফরি— যে আল্লাহর সাথে কুফরি করে, তাঁর ব্যতীত অন্যের ইবাদত করে এবং প্রকাশ্যে ইসলাম প্রদর্শন করে। যেমন সেসব মুনাফিকরা, যারা আল্লাহর রাসূলের (তাঁর উপর আল্লাহর দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক) যুগে ছিল।

(ص: 56)أصول السنة لأحمد بن حنبل

31 - (ثَلَاث من كن فِيهِ فَهُوَ مُنَافِق) على التَّغْلِيظ نرويها كَمَا جَاءَت وَلَا نقيسها وَقَوله (لَا ترجعوا بعدِي كفَّارًا ضلالا يضْرب بَعْضكُم رِقَاب بعض) وَمثل

31 - (যার মধ্যে তিনটি গুণ বিদ্যমান থাকবে, সে মুনাফিক।) গুরুত্বারোপস্বরূপ আমরা তা সেভাবেই বর্ণনা করি যেভাবে তা বর্ণিত হয়েছে। এবং আমরা এর উপর কিয়াস (সাদৃশ্য বিধান) করি না। আর তাঁর (সা.) বাণী: (আমার পরে তোমরা কুফরি ও গোমরাহিতে ফিরে যেও না, যখন তোমরা একে অপরের গর্দান কাটবে।) এবং অনুরূপ (অন্যান্য বাণীও রয়েছে)।

(ص: 57)أصول السنة لأحمد بن حنبل

(إِذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول فِي النَّار) وَمثل (سباب الْمُسلم فسوق وقتاله كفر) وَمثل (من قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِر فقد بَاء بهَا أَحدهمَا) وَمثل (كفر بِاللَّه

যখন দুই মুসলিম তাদের তলোয়ার হাতে মুখোমুখি হয়, তখন হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি উভয়ই জাহান্নামে যাবে। এবং যেমন (উক্ত হয়েছে), 'মুসলিমকে গালি দেওয়া ফাসেকী এবং তাকে হত্যা করা কুফরি'। এবং যেমন (উক্ত হয়েছে), 'যে ব্যক্তি তার ভাইকে 'হে কাফির!' বলে, তখন তাদের দুজনের একজন সেই (অপবাদের) ভার বহন করে'। এবং যেমন (উক্ত হয়েছে), 'আল্লাহর প্রতি কুফরি করা...

(ص: 58)أصول السنة لأحمد بن حنبل

تبرؤ من نسب وَإِن دق) وَنَحْو هَذِه الْأَحَادِيث مِمَّا قد صَحَّ وَحفظ فَإِنَّا نسلم لَهُ وَإِن لم نعلم تَفْسِيرهَا وَلَا نتكلم فِيهَا وَلَا نجادل فِيهَا وَلَا نفسر هَذِه الْأَحَادِيث إِلَّا مثل مَا جَاءَت لَا نردها إِلَّا بِأَحَق

(বংশীয় সম্পর্ক থেকে বিচ্ছেদ, এমনকি তা সূক্ষ্ম হলেও) এবং এই ধরনের হাদীসসমূহ, যা প্রমাণিত (সহীহ) ও সংরক্ষিত হয়েছে, আমরা সেগুলোকে মেনে নিই, যদিও আমরা সেগুলোর ব্যাখ্যা (তাফসীর) না জানি। আমরা সে বিষয়ে কথা বলি না, বিতর্ক করি না, এবং এই হাদীসগুলোর ব্যাখ্যা করি না, যেরূপভাবে তা এসেছে সে ব্যতীত। আমরা সেগুলোকে প্রত্যাখ্যান করি না, যদি না তার চেয়ে অধিকতর যোগ্য (প্রমাণ) থাকে।

مِنْهَا

32 - وَالْجنَّة وَالنَّار مخلوقتان كَمَا جَاءَ عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم (دخلت الْجنَّة فَرَأَيْت قصرا وَرَأَيْت الْكَوْثَر واطلعت فِي الْجنَّة فَرَأَيْت أَكثر أَهلهَا كَذَا واطلعت فِي النَّار فَرَأَيْت كَذَا وَكَذَا فَمن زعم أَنَّهُمَا لم تخلقا فَهُوَ مكذب بِالْقُرْآنِ وَأَحَادِيث رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَلَا أَحْسبهُ يُؤمن بِالْجنَّةِ

তন্মধ্যে

৩২ - জান্নাত ও জাহান্নাম উভয়ই সৃষ্ট। যেমনটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে (আমি জান্নাতে প্রবেশ করে একটি প্রাসাদ দেখলাম এবং কাউসার দেখলাম। আমি জান্নাত পর্যবেক্ষণ করে তার অধিকাংশ অধিবাসীকে [অমুক বা এরকম] দেখলাম। এবং আমি জাহান্নাম পর্যবেক্ষণ করে [অমুক অমুক বা এরকম এরকম] দেখলাম। অতএব, যে ব্যক্তি দাবি করে যে, জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টি হয়নি, সে কুরআন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী। আর আমি মনে করি না যে সে জান্নাতে বিশ্বাস রাখে।)

وَالنَّار

33 - (وَمن مَاتَ من أهل الْقبْلَة موحدا)
يُصَلِّي عَلَيْهِ ويستغفر لَهُ وَلَا يحجب عَنهُ الاسْتِغْفَار وَلَا تتْرك الصَّلَاة عَلَيْهِ لذنب أذنبه صَغِيرا كَانَ أَو كَبِيرا أمره إِلَى الله تَعَالَى

এবং জাহান্নাম

৩৩ - (এবং যে ব্যক্তি কিবলামুখী (মুসলিম) হিসেবে একত্ববাদী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে) তার উপর সালাত (জানাযা) আদায় করা হবে এবং তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা হবে। তার থেকে ক্ষমা প্রার্থনা রুদ্ধ করা হবে না এবং তার উপর সালাত (জানাযা) আদায় ত্যাগ করা হবে না, সে ছোট বা বড় যে কোনো গুনাহই করে থাকুক না কেন। তার বিষয়টি আল্লাহ তা'আলার উপর নির্ভরশীল।

آخر الرسَالَة وَالْحَمْد لله وَحده وصلواته على مُحَمَّد وَآله وَسلم تَسْلِيمًا سمع جَمِيع الرسَالَة من لفظ الشَّيْخ الإِمَام أبي عبد الله يحيى بن أبي على الْحسن بن أَحْمد بن الْبَنَّا بروايته عَن وَالِده الشَّيْخ الإِمَام الْمُهَذّب أَبُو المظفر عبد الملك بن عَليّ ابْن مُحَمَّد الْهَمدَانِي وَقَالَ بهَا أدين

গ্রন্থের সমাপ্তি। সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য। মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরগণের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে শান্তি ও আশীর্বাদ বর্ষিত হোক, পূর্ণ শান্তির সাথে। এই সম্পূর্ণ গ্রন্থটি শেখ, ইমাম আবু আবদুল্লাহ ইয়াহিয়া ইবনে আবি আলি আল-হাসান ইবনে আহমদ আল-বান্নার মুখে শোনা হয়েছে। এটি তাঁর পিতা, শেখ, ইমাম, পরিশীলিত আবুল মুজাফফর আবদুল মালিক ইবনে আলি ইবনে মুহাম্মদ আল-হামাদানির বর্ণনা সূত্র থেকে প্রাপ্ত। এবং তিনি বলেছেন: এতে বর্ণিত মতবাদকে আমি আমার ধর্মমত হিসেবে গ্রহণ করি।

الله وسمعها كاتبها صَاحب النُّسْخَة وكاتبها عبد الرحمن بن هبة الله بن المعراض الْحَرَّانِي وَذَلِكَ فِي أَوَاخِر ربيع الأول سنة تسع وَعشْرين وَخَمْسمِائَة الْحَمد لله سَمعهَا من لَفْظِي وَلَدي أَبُو بكر عبد الله وَأَخُوهُ بدر الدّين حسن وَأمه بلبل بنت عبد الله وَبَعضه عبد الهادي وَصَحَّ ذَلِك يَوْم الْإِثْنَيْنِ سَابِع عشْرين شهر جمادي الأولى سنة سبع وَتِسْعين

আল্লাহ। এই অনুলিপির লেখক ও মালিক আব্দুল রহমান ইবনে হিবাতুল্লাহ ইবনুল মি'রাদ আল-হাররানি এটি শ্রবণ করেছেন। আর তা ছিল (হিজরি) ৫২৯ সনের রবিউল আউয়াল মাসের শেষ দিকে। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। আমার মুখ থেকে আমার পুত্র আবু বকর আব্দুল্লাহ এবং তার ভাই বদরুদ্দিন হাসান এটি শুনেছে। তাদের মা বুলবুল বিনতে আব্দুল্লাহও (শুনেছেন), এবং এর কিছু অংশ আব্দুল হাদীও শুনেছে। আর এটি (শোনা) সোমবার, জামাদিউল আউয়াল মাসের সাতাশ তারিখে, (হিজরি) ৫৯৭ সনে সঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছে।

وَثَمَانمِائَة وأجزت لَهُم أَن يروها عني وَجَمِيع مَا يجوز لي وعني رِوَايَته بِشَرْطِهِ وَكتب يُوسُف بن عبد الهادي

يَقُول كاتبها لنَفسِهِ مُحَمَّد نَاصِر الدّين الألباني: فرغت من نسخهَا عَن نُسْخَة خطية فِي ظاهرية دمشق مَجْمُوع 68 ق 10 15 قبيل ظهر الْأَرْبَعَاء 6 شعْبَان سنة 1374 هـ

এবং আটশত। আর আমি তাদেরকে অনুমতি দিয়েছি যে, তারা আমার থেকে এটি বর্ণনা করবে এবং আমার থেকে যা কিছু বর্ণনা করা আমার জন্য বৈধ, তার সবকিছুর বর্ণনাও শর্তসাপেক্ষে। এবং ইউসুফ ইবনে আব্দুল হাদি লিখেছেন।

> এর লেখক মুহাম্মদ নাসিরুদ্দিন আল-আলবানী নিজের সম্পর্কে বলেন: আমি দামেস্কের জাহিরিয়্যা লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত একটি হস্তলিখিত অনুলিপি (সংকলন ৬৮, পৃষ্ঠা ১০-১৫) থেকে এটি নকল করা শেষ করেছি, বুধবার যোহরের নামাজের ঠিক আগে, ৬ শাবান, ১৩৭৪ হিজরি সনে।